মৎসের এক দিন

টরোন্টোর বাংলাদেশীদের ভেতরে মাছ ধরা একটি জনপ্রিয় ব্যাপার। দেশের মতো জাল ফেলে মাছ ধরাটা এখানে নিষিদ্ধ। স্পোর্টস ফিশিং-এ একমাত্র ছিপ ব্যবহার করা যায়। প্রাদেশিক গর্ভনমেন্টের কাছ থেকে সেই জন্যও লাইসেন্স করতে হয়। বাৎসরিক লাইসেন্স। ফি খুব বেশী নয়; কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া মাছ ধরতে গিয়ে ধরা পড়লে বেশ বড়সড় জরিমানা হতে পারে। আমার এক বন্ধুকে একবার ১৩০ ডলার জরিমানা দিতে হয়েছিলো। তার লাইসেন্স কেনা ছিলো; কিন্তু সাথে ছিলো না। এখানে মৎস শিকারের বিস্ড়র নিয়ম কানুন। কি মাছ কখন ধরা যাবে, ক'টি ধরা যাবে, কোন সাইজের ধরা যাবে এবং কোন এলাকায় ধরা যাবে তার বিস্ড়রিত চার্ট আছে। নিয়মের অন্যথা যে অবিরাম হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু ধৃত হলে পরিস্থিতি প্রীতিময় হয় না।

এতোসব ঝক্কি-ঝামেলা মাথায় নিয়েও স্বদেশে থাকতে যে সব বঙ্গনরেরা কখনো নদী-নালা-খাল-বিলের ধারে কাছেই হয়তো কালে ভদ্রে গেছেন, মাছ ধরাতো দূরের কথা, তারাও মাছ ধরার নানান সাজ-সরঞ্জাম কিনে দিব্যি মাছুয়া বনে গেছেন। তাদের শ্বাসে মাছ, আলাপে মাছ, সঙ্গ মাছ, স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে মাছ। দুর্ভাগ্যবশত আমিও ইদানীং তাদের দলে নাম লিখিয়েছি। দুর্ভাগ্য আমার ততখানি নয়; কিন্তু আমি মৎস্য শিকারে যাবো শুনলেই যার মধুর বদনে মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয় তিনি আমার রূপসী অর্ধাঙ্গিনী। মাছ নিয়ে ঘরে ফিরলে তার যন্ত্রণাদায়ক কটুক্তির হাত থেকে অল্পে রেহাই পাওয়া যায়, খালি হাতে এলে জীবন রাখা দায়। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো রয়েছে জাকি ও ফার । খালি হাত দেখলে তারাও তান্ডব নৃত্য শুর" করে - আব্বু মাছ পায় নাই, হে হে ..... যেমন মা, তেমন ছেলেমেয়ে!

টরোন্টো আমেরিকান বর্ডারের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ওপার থেকে বন্ধু-বান্ধবেরা সুযোগ পেলেই বেড়াতে চলে আসে। যাদের মাছ ধরার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে কিন্তু তেমন ব্যুৎপত্তি নেই তাদের আগ্রহই আকাশচুম্বী। তাদের অনেকেরই ধারণা, এই পারে পানিতে বড়শি ফেললেই টপাটপ দশসেরি মাছগুলি আকুম-বাকুম করে সেগুলো গিলে ফেলে। আমার বন্ধু সালেহ তেমন একটা বদ্ধপরিকর ধারণা নিয়েই তিন-চার দিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে এলো। সে, তার মুখরা স্ত্রী রেখা এবং আট বছরের অতিশয় পরিপক্ক পুত্র জসিম।

রেখা মাছ ধরা দুই চক্ষে দেখতে পারে না। তার আগ্রহ যাবতীয় 'শপিং মল' (Shopping Mall) এর প্রতি। এলাকার সকল 'মল' (mall) এর নাম ঠিকানা তার মুখস্থ। বছর দুয়েক এই শহরে আছি, বাড়ীর পাশের ছোট 'মল'টি ছাড়া অন্য কোথাও তেমন যাওয়া পড়ে না। শিলির কেনা-কাটায় আগ্রহ অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় নিতান্তই অল্প। বাঁচোয়া। 'মল' এ গেলেই আমার দুচোখ ভরে ঘুম আসে। এমন বিরক্তিকর জায়গা বোধহয় পৃথিবীতে দুটি নেই। শুধু মেয়েগুলিকেই দেখি চোখ মুখ উজ্জ্বল করে ছুটাছুটি করছে। তাদের পিছু পিছু ছেলেগুলো রোবটের মতো হাঁটে, আমার মতো। রেখার অনেক অনুযোগ-উপযোগ অগ্রাহ্য করে সালেহ মনস্থির করলো পরদিন সে আমার সাথে মাছ ধরতে যাবে। রেখার যদি কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় সে গাড়ী নিয়ে যেতে পারে। সালেহ আমার গাড়ীতে যাবে। তার পুত্র বাবা বলতে অজ্ঞান। সেও পণ ধরলো বাবার সাথে যাবে। তারও নাকি ভয়ানক মাছ ধরবার শখ। অল্পবয়স্ক একটা ছেলেকে সারাদিনের জন্য মাঠে-ঘাটে টানাটানি করে বেড়াতে আমার দ্বিধা হচ্ছিলো; কিন্তু পিতা-পুত্রের আনন্দের বহর দেখে নিষেধ করতে সাহস হলো না।

রেখার ব্যাপারটা পছন্দ হলো না। সে মনে কথা রাখারও মানুষ না। মুখ ঝামটা দিয়ে, চোখ মুখ বাঁকিয়ে বিকৃত কণ্ঠে বললো – "আমার মামা এতো বড় ফিশারম্যান, গতবার টরোন্টো এসে খালি হাতে ফিরে গেছে। আর উনি চলেন দুধের ছেলেকে নিয়ে। হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!"

জসিম তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো, "বাজে কথা বলবে না, মা।"

"তুই চুপ কর। আমার মুখের উপর কথা বলিস!"

জসিম এবং তার বাবা সহিষ্ণুতার পরকাষ্ঠা দেখিয়ে পরস্পরের সাথে চোখাচোখি করলো। তাই দেখে রেখা আরো তেঁতলো। পরবর্তী ঘন্টা খানেক চললো তার কথার তুবড়ি। আমাদের পরিকল্পনার তাতে কোন পরিবর্তন হলো না।

শুক্রবার সকাল। সালেহ আসবে বলে আগেই ছুটি নিয়ে রেখেছিলাম। কোন রকমে নাস্ড়া সেরে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। রেখা মুখ বাঁকিয়ে বললো, "দেখবো কি রাক্ষস- খোক্কস ধরে আনা হয়। অকর্মার দল!"

শিলি মুচকি হেসে জোট পাকালো, "খালি হাতে ফিরলে ঝাঁটা পেটা হবে।"

রেখা তীব্রতর। –"নারকেল পাতার কাঠির ঝাঁটা। একটাও মাটিতে পড়বে না।"

টরোন্টোর ভেতরে মাছ ধরবার জায়গা খুব বেশী নেই। লেক ওন্টারিওতে বোটে করে অনেকেই মাছ ধরে; কিন্তু তীর থেকে ধরার মতো মোক্ষম জায়গার যথেষ্ট অভাব। বাংলাদেশীদের অধিকাংশেরই বোট নেই। ফলে তাদেরকে এক-দুই ঘন্টা গাড়ী চালিয়ে শহরের বাইরে যেতে হয়। কানাডা হচ্ছে লেকের দেশ। চারদিকে হাজার হাজার ছোট বড় লেকের সমারোহ। সেই সব লেকে নানান জাতের মাছের বসবাস। এক এক লেকে এক এক ধরনের মাছের

ভীড়। আগেই ঠিক করতে হয় কি ধরনের মাছ ধরতে আগ্রহী। সেই হিসাবে গন্ড়ব্য স্থির করতে হয়।

সালেহ সেই সিদ্ধান্ড় আমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলো। তার উদ্দেশ্য মাছ ধরা। বড় হলে ভালো, ছোটতেও আপত্তি নেই। শুনেছে টরোন্টোর বাংলাদেশী মাছুয়ারা বিশাল বিশাল র"ই মাছ ধরে থাকেন। তেমন একটা বড়শিতে গাঁথতে পারলে বিশেষ তৃপ্তি হতো। রেখার নাকের ডগায় মাছটাকে তিনপাক নাচানো যেতো। 'মামা মামা' বক্তৃতা একটু কমতো। কয়েকদিন আগেই অন্য এক স্থানীয় বন্ধুর সাথে গিয়েছিলাম পিটারবরোতে। সেখানে বেশ কিছু মাছ ধরবার জায়গা আছে। আমরা গিয়েছিলাম একটি স্বল্প ব্যবহৃত জায়গায়। আমাদের চোখের সামনে এক শ্বেতাঙ্গ মাছুয়া টপাটপ দুটি বিশালকায় র"ই মাছ ধরে এবং ছেড়ে দিয়ে রক্তে মাতঙ্গ তুলে দিয়েছিলো। দুর্ভাগ্যবশত সারাদিন মাথা খুঁটেও আমরা আর কোন র"ই মাছের সন্ধান পাইনি। কিন্তু ভাগ্য কখনো স্থির থাকে না। আজ যেখানে ঝমাঝম বৃষ্টি, কাল সেখানে ফকফকা রোদ। অনেক আশায় বুক বেঁধে সেখানেই নিয়ে চলেছি সালেহকে। অন্য একটা কারণও আছে। ঐ লেকে র"ই মাছ ছাড়াও প্রচুর 'ব্যাস', 'রক ব্যাস' এবং 'সানফিস' আছে। বড় কিছু না পেলেও এক ঝাঁক ছোট মাছ নিয়ে গেলেও মুখ রক্ষা হবে।

টরোন্টো থেকে পিটারবরো প্রায় শ'দেড়েক কিলোমিটার পথ। কিন্তু অধিকাংশই ফ্রিওয়ে হওয়ায় বেশ দ্র"ত গাড়ী চালিয়ে যাওয়া যায়। আমরা সোয়া এক ঘন্টার মধ্যেই গন্ড়ব্যে পৌঁছে গেলাম। ছোট ছিমছাম শহরটার ভেতর দিয়ে পাঁচ ছয় কিলোমিটার গেলে তবে রিভারভিউ পার্ক এন্ড জু। খুবই মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠা একটি চমৎকার পার্ক। বেশ বড়সড় একটা জু রয়েছে পার্কটার মধ্যে। আছে বাচ্চাদের পে গ্রাউ", ট্রেন রাইড। পাহাড়ের শরীর বেয়ে নেমে যাওয়া পীচ ঢালা রাস্ড়া ধরে গাড়ী চালিয়ে নীচে নামতে লেকের পাশে

প্রশস্ড় সমতল। সেখানে বেশ কয়েকটি 'পিকনিক এরিয়া'। ছায়া নিবিড়, সুশীতল। এখানে এলে যে কারোরই মন ভালো হয়ে যাবে। আজ শুক্রবার হওয়ায় মানুষজন অল্পই নজরে এলো। সাপ্তাহিক ছুটি শনিবার ও রবিবার। কিছু বুড়াবুড়ি আর ছেলেমেয়েসহ কয়েকজন মাঝবয়সী মহিলাকে হাটাহাটি করতে দেখলাম।

আমরা সময় নষ্ট না করে আমাদের 'সমরাস্ত্র' বের করে লেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পার্কিং লট থেকে কয়েকশ' গজ দূরে মাছ ধরবার একটি মোক্ষম জায়গা আছে। লেকটা ছোট। অন্যপাশে বাড়ীঘর আছে। তীরে যেন ভাঙন না ধরে সেই জন্যে কিছু অংশে কংক্রিট দিয়ে তল বাঁধাই করে দেয়া হয়েছে। দু'দিকের তীরেই বিশাল বিশাল পাথর দিয়ে ভাঙন সম্পূর্ণ বন্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা সেই পাথরের চাঙড়ের উপরেই অবস্থান নিলাম। জসিমকে বড়শির মাথায় কেঁচো গেঁথে 'রক ব্যাস' ও 'সানফিশ' ধরতে লাগিয়ে দিয়ে আমরা র"ই মাছের সাজ-সরঞ্জাম করতে লাগলাম।

র"ই মাছের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে ভুট্টা। অধিকাংশ মানুষই 'সুইট কর্ণ' (sweet corn) ব্যবহার করে র"ই মাছ ধরতে; বড়শির মধ্যে চার পাঁচটা দানা গেঁথে দেয়া যায়। আবার কর্ণ মিল (corn meal) ব্যবহার করে ছোট ছোট গোলা বানিয়ে তার মধ্যে বড়শিটাকে রোপন করা যায়। দুটোই কাজ দেয়। আমরা 'কর্ণ' নিয়ে এসেছিলাম। সেদিন শ্বেতাঙ্গ ছেলেটিকে এভাবেই ধরতে দেখেছিলাম। আমি নিজে বড় বড় স্যালমন ধরলেও র"ই মাছ আজও ধরিনি। ধরবার চেষ্টাও তেমন করিনি। ইচ্ছা আছে আজ একটা বড়সড় দাও মারা। তাতে যে শুধু গৃহেই ইজ্জত বাড়বে তা নয়, বন্ধু বান্ধবের কাছেও বেশ তারিয়ে তারিয়ে গল্প করা যাবে।

কিন্তু র‍ুই মাছ ধরার অনেক কারসাজি আছে। তারা ঘোরাফেরা করে একেবারে তল ঘেষে। সুতরাং বড়শি ফেলতে হয় এমনভাবে যেন একদম তলে গিয়ে স্থির হয়। সেই জন্যে ব্যবহার করতে হয় ওজনের মাপ। ঢেউ বেশী হলে ওজন বেশী, কম হলে অল্প। আজ সামান্য বাতাসের ঝাপটা আছে, ফলে ঢেউটা একটু বেশীই। আমরা একটু ভারী ওজন ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ড় নিলাম। ওজনটা লেকের তলায় গিয়ে নোঙরের মতো বসে থাকবে, বড়শিটা নিকটেই নিরীহ ভঙ্গিতে মাটিতে শয্যা নেবে। র‍ুই মাছের চোখে পড়লে গপ্ করে গিলবে, ছিপের ডগায় নড়াচড়া দেখে আমরা সজোরে দেবো টান, বড়শি যাবে বাছাধনের মুখে গেঁথে, তারপর মৎস্য বাবাজীকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলা। কঠিন কিছুই নয়। আমরা ওজনসহ বড়শিটাকে বেশ গভীরে ছুঁড়ে দিলাম। টুপ করে তলিয়ে গেলো সেগুলো। ছিপ দুটোকে পাথরে চাপা দিয়ে দু'খানা চেয়ারে আয়েস করে বসলাম। র‍ুই মাছ হচ্ছে ধৈর্যের খেলা। শুনেছি সারাদিন নিষ্ফল বসে থেকে সন্ধ্যার সময় পরপর চার পাঁচটি ধরেছেন অনেকে। সবই ভাগ্য। দেখা যাক আমাদের নসীবে কি আছে।

জসিমের বড়শিতে একটি সানফিশ আটকিয়েছে। সে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। আনন্দে না আতংকে ঠাহর করতে না পেরে দৌড়ে গেলাম দুই বন্ধু। দেখা গেলো জসিম মাছ ধরা পড়ায় আনন্দিত হলেও মাছ ছোঁবার ব্যাপারে আতংকিত। আমি সাবধানে ছোট মাছটিকে বড়শি থেকে ছাড়িয়ে মাছ জিইয়ে রাখার বিশেষ ঝাঁঝরিতে ঢুকিয়ে লেকের পানিতে ডুবিয়ে রাখলাম। ঝাঁঝরির হ্যান্ডেলে একটি রশি দিয়ে বেঁধে বিশালাকৃতির একটা পাথরের সাথে আটকিয়ে দিলাম। সারাদিন শেষে ঘরে ফেরার সময় ঝাঁঝরির ভেতর থেকে মাছগুলিকে বের করে নিয়ে যাবো। পানিতে থাকায় মাছগুলি মরবে না।

সামান্য অপেক্ষাতেই বিরক্ত হয়ে পড়লাম আমরা। সালেহ বললো – "মাছ টান দিলে তো দেখবই। ততক্ষণ না হয় রক ব্যাস বা সানফিশ ধরি। কি বলিস?"

আমি গলা পরিষ্কার করি। মাছ ধরার লাইসেন্সের সাথে আছে পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম-কানুন। পানিতে একটার বেশী ছিপ ফেলানো নিয়ম বিরুদ্ধ। জরিমানা হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমরা অনেকেই এতো দূর থেকে আসি যে সেই নিয়ম মেনে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। দুই ঘন্টা ড্রাইভ করে, এতোগুলি টাকার তেল পুড়িয়ে, সময় নষ্ট করে কে চায় শূণ্য হাতে ঘরে ফিরতে। সবাই সাথে করে একাধিক ছিপ নিয়ে আসে। একটাকে বড় মাছের জন্য বসিয়ে দিয়ে অন্যগুলি দিয়ে অন্যান্য মাছ ধরবার চেষ্টা করে। কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে আমরাও জসিমের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের মাছের ঝাঁঝরি টপাটপ ভরতে লাগলো। মাঝে মাঝে আড় চোখে পেতে রাখা ছিপগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছি। যদিও পাথর চাপা দেয়া আছে, তবুও কিছু বলা যায় না। শুনেছি রুই মাছ নাকি ভয়ানক টান দেয়। ছিপের পিছু পিছু ধাওয়া করবার ঘটনাও শুনেছি। কে ভেবেছিলো আমাদের কপালেই যে সেই শনি ভর করবে।

ব্যাপারটা প্রথম খেয়াল করলো জসিম। সে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো- "আঙ্কেল, তোমার ছিপ নড়ছে! দেখো, দেখো!"

তাকিয়ে দেখলাম বাস্তবিকই তাই। আমার ছিপের ডগাটা বেতস পাতার মতো দুলছে। নির্ঘাত মাছ ধরেছে। আমি হাতের ছিপ ফেলে পড়িমড়ি করে দৌড় দিলাম। বোধহয় ফুট দশেকও যাই নি, আমার চোখের সামনেই জলজ্যান্ত ছিপটা পাথরটাকে এক ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে পানিতে ডাইভ দিলো। আমি জামা কাপড়ের মায়া ভুলে ছুটলাম ছিপের পেছনে। ধরি ধরি করেও

ধরতে পারলাম না। আমার আঙুলের ডগায় মোলায়েম একটি ধাক্কা দিয়ে গভীর পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো সেটা। আমি আধ কোমর পানিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ষাট ডলারের নতুন ছিপ, রুই মাছ ধরবো বলে কিনেছিলাম। সবসুদ্ধ গেলো!

সালেহ দৌড়ে এসে তার নিজের ছিপখানা সজোরে চেপে ধরলো। জীবন গেলেও তার ছিপ যে যাবে না সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমি ভাঙা বুক নিয়ে পাথরের উপরে ধপাস করে বসে পড়লাম। জসিম কানের পাশে ভয়ানক উত্তেজিত গলায় বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছে। এমন চরম উত্তেজনাকর ঘটনা সে জীবনে দেখেনি। ছিপটা যেন রকেটের মতো ছুটে গেলো। মাছটা নির্ঘাত ১০০ পাউন্ডের হবে। ইচ্ছে হচ্ছে ঝেড়ে একটা ধমক দেই। কিন্তু বেচারি ছেলেমানুষ। মাথায় হাত দিয়ে ষাট ডলারের জন্য আফসোস করতে থাকি। তখনও যদি জানতাম কপালে আরো কত ভোগান্তি আছে!

সাথে খাবার-দাবার নিয়ে এসেছিলাম। কিছু চিকেন স্যান্ডউইচ আর প্রচুর ফলমুল। পেটে কিছু খাবার পড়তে শোক খানিকটা কমলো আমার। আবহাওয়া বেশ গরম। প্যান্টটাও মোটামুটি শুকিয়ে এসেছে। মাছ ধরায় অবশ্য তেমন সুখকর কিছু ঘটেনি আর। সালেহের ছিপখানা তার দুই হাতের মুঠির মধ্যে নির্জীবের মতো বসে আছে গত ঘন্টা খানেক ধরে। মাছের নাম গন্ধ নেই। রোদের তাপ বেড়ে যাওয়ায় ছোট মাছগুলোও আরেকটু গভীর পানিতে সরে গেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম স্থান পরিবর্তনের। লেকের তীর ধরে আরো শ'খানেক গজ সরে গিয়ে কিছুটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেলো। অতিরিক্ত গাছপালা থাকলে বড়শি থ্রো করা যায় না, ডাল-পালায় আটকিয়ে যায়। সে আরেক যন্ত্রণা। আমি সাথে তিন চারটা ছিপ রাখি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে

আরেকটিকে সযত্নে টোপ পরালাম। যতখানি সম্ভব জোরের সাথে ছুড়ে দিলাম গভীর পানির দিকে। খা, বককিলারে খা!

সালেহও আমাকে অনুসরণ করে বড়শি ফেললো পানিতে। বুদ্ধি করে আমরা জসিমেরটাও পানিতে ছুড়লাম। পানিতে যতগুলি বড়শি থাকবে, মাছ ধরবার সম্ভাবনা তত বেশি। মিনিট দশেকের মধ্যে আবিষ্কার করলাম আমাদের তিনটি ছিপের বড়শি, সুতা সব পানির নীচে জট পাকিয়ে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের সবার মুখেই অন্ধকার নেমে এলো। এ কি যন্ত্রণায় পড়া গেলো? সুতা কেটে নতুন করে সাজ সজ্জা করতে হলো। আমি সালেহের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলাম, সেও আমাকে একটি সংকল্প-দৃঢ় চাহনি দিলো। মাছ পাকড়েঙ্গেতো ঘরমে যায়েঙ্গে। টরোন্টোতে হিন্দি ভাষাভাষির ছড়াছড়ি, তবুও ভাষাটা রপ্ত করতে পারিনি।

নতুন আশায় বুক বেঁধে আবার পানিতে ছুঁড়লাম বড়শি। এবার জসিমের ছিপটাকে বিরাম দেয়া হলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল চলে এসেছে। সন্ধ্যা হবার আগেই কাটতে হবে। পার্কের গেট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হাতে সময় বেশী নেই। মাছ একটা ধরতেই হবে। ছিপের শেষ মাথা ধরে সটান দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। পারলে এবার টান দিয়ে নিয়ে যা তো বাপ্। তুমি ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখনি। তুমি থাকো ডালে ডালে, আমি থাকি পাতায় পাতায়। এমনি নানান জাতীয় কথাবার্তা ঘুরছে মাথার মধ্যে। কোনো মাছের বির"দ্ধে এমন রোষ এর আগে কখনো অনুভব করিনি। ষাট ডলারের ছিপ! পুরো টাকাটাই যথার্থই পানিতে গেলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের সতর্কতায় ভাঙন দেখা দিলো। নির্বিকার মুখে কতক্ষণ আর পানির দিকে ঠায় চেয়ে থাকা যায়? জসিম বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

সে বাসায় ফিরতে চায়। আমি এবং সালেহ তাকে পালা করে ধমকাচ্ছি। কোন বাসায় যাওয়া-টাওয়া হবে না। রুই না ধরে কোন আলাপ নেই। বেচারি বিরক্ত হয়ে অস্থির ভঙ্গিতে মাঠময় হাঁটাহাঁটি করছে। আমরাও শেষ পর্যন্ড় ক্লান্ড় ভঙ্গিতে ছিপ দুটোকে কোলের উপর রেখে মাটিতেই বেশ আয়েস করে বসে পড়লাম। বিকেলের মৃদু বাতাসটা বেশ শান্ড়ির আমেজ নিয়ে এলো। পাতার ঝির ঝির শব্দটাও খুব ভালো লাগছে। টাকার শোকটা প্রায় ভুলে এসেছি এমন সময় খেয়াল করলাম সালেহ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সটান পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি চিৎকার করে বললাম - মাছ? মাছ?

সালেহ ছিপের শেষাগ্রটা একহাতে ধরে ফেলেছে কিন্তু মোক্ষম ভাবে ধরতে পারেনি। আমার মনে হলো মাছটা তাকে সহ ছিপটাকে নিয়েই বুঝি পানিতে উধাও হবে। আমি সাঁতার জানি না। সাথে সেজন্যে লাইফ জ্যাকেট রাখি সব সময়। আজ সেটাকে ডাট মেরে গাড়ীতেই রেখে এসেছি। তবুও সাহস করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সালেহের পা চেপে ধরলাম। কোমর সমান পানিতে হাবু-ডুবু খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম সালেহ দু'হাত বাগিয়ে ছিপটাকে ধরতে পেরেছে। আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে হেঁচড়ে পেঁচড়ে তীরে এলাম।

সালেহের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেলো – "সূতা ছিঁড়ে নিয়ে ফুটলো রে। বিশ পাউন্ডের সুতা। নির্ঘাত আধমনি মাছ।"

জসিম চিৎকার করছে – "একশ পাউন্ড! একশ পাউন্ড! আমি নিজের চোখে দেখলাম। ঐ যে ঐখানে। ছয়ফুট লম্বাতো হবেই ..."

রুই মাছ সাধারণত দল বেঁধে আসে। আমি ভিজে ছপছপে হয়ে মাত্র ডাঙ্গায় উঠেছি, এক ঝটকা টানে আমার ছিপটাকে নিয়ে পালানোর মতলব করতে দেখলাম আরেক ভদ্রমৎসকে। চিন্ড়া করবার অবসর নেই। গোলি যেভাবে

পেনাল্টি ঠেকানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভাবে সমস্ড় শরীর শূন্যে উঠিয়ে ঝাঁপ দিলাম। খপাত করে ছিপটা ধরে টান দিলাম। এই টানেই বড়শিটা মিঃ র"ইয়ের মুখে আচ্ছাসে গেঁথে যাবে। মন্দ কপাল। সালেহের মতো আমারও সুতা ছিঁড়লো। আমারটার ছিলো বারো পাউন্ডের সূতা। বিশ পাউন্ডই টিকলো না আর বারো! আমি কিঞ্চিৎ স্বস্ড়ি পাই।

আমাদের ঘাড়ে বোধহয় ভূত চেপেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে কিন্তু ফিরে যাবার আগ্রহ কারোরই নেই। আবার বড়শি পানিতে ফেলে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছি দুই বন্ধু। চারদিকের আলো ধীরে ধীরে কমে এসেছে। পানির উপরে দৃষ্টি বেশীদূর চলছে না। জসিম বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চিৎকার, কান্না-কাটি থেকে শুর" করে পুলিশ ডাকবার হুমকি দিচ্ছে। তাকে আমরা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করছি। আমার অবশ্য একটু দুঃশ্চিন্ড়া হচ্ছে। পার্কটির পিকনিক এরিয়া অন্ধকার হলে বন্ধ হয়ে যায়। গতবার এতো দেরি করিনি। গেট বন্ধ হয়ে গেলে গাড়ী নিয়ে বের হবো কিভাবে?

সালেহের কাছে আমার উদ্বেগটা প্রকাশ করতে সেও গম্ভীরভাবে ঘাড় দোলালো। – "ঠিক বলেছিস। ঝামেলা হবে। চল ফিরেই যাই। মাছ যে কিছুই পাইনি, তাতো নয়। এক ঝাঁঝরি ভর্তি ছোট মাছ আছে।"

আমিও সায় দেই – "ঠিকই বলেছিস। মাছ ধরা হচ্ছে কপাল। সব দিন কি আর একরকম যায়। ছিপ তোল্। চল্, ফিরি।"

জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফিরবার পথে পানি থেকে ঝাঁঝরি তুলতে গিয়ে আরেকটি অনভিপ্রেত ব্যাপার আবিষ্কার করলাম। তারের জালির ঝাঁঝরির একটা পাশ ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ড় মাছ ছুটে গেছে। শূণ্য ঝাঁঝরি হাতে আমরা কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। এমনকি জসিমের মুখের কথাও ফুরিয়ে

গেছে মনে হলো। সালেহ ভেজা প্যান্ট থেকে পানি ঝাড়ার চেষ্টা করতে করতে উদাস গলায় বললো – “একেবারে খালি হাতে ফিরলে সর্বনাশ হবে রে! মামার কেচ্ছা শুনতে শুনতে জীবনটা বের হবে।”

জসিম চিন্ড়িত মুখে সায় দিলো। -“হ্যাঁ আঙ্কেল। মা অনেক যন্ত্রণা দেবে।”

আমি ঘড়ি দেখি। সাড়ে সাত। টরোন্টোর চাইনিজ গ্রোসারি ষ্টোরগুলো জ্যান্ড় রুই মাছ বিক্রি করে। বড় বড় পানির ট্যাংক থেকে যে কোনোটা পছন্দ করে নেয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ন’টার মধ্যে দোকান বন্ধ হয়ে যায়। যদি তার আগে শহরে ঢোকা যায় তাহলে হয়তো এই যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়। সালেহকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে তার মুখে অনুপম হাসি ফুটে উঠলো।

পাহাড়ি পথ বেয়ে গাড়ী চালিয়ে উপরে উঠতে উঠতে আবিষ্কার করলাম, যা ভয় পেয়েছিলাম তাই-ই হয়েছে। রাস্ড়া বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে লোহার গেটটা।

জসিম চিৎকার করতে লাগলো- "আগেই বলেছিলাম। বলেছিলাম কিনা? ছোটদের কথা শোন না? এখন কি হবে?"

সালেহের মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সেই কোন বোস্টন থেকে এতো পথ ঠেঙ্গিয়ে এসে এমন নাস্ড়নাবুদ হবে কে ভেবেছিলো। আমি মাথা ঠান্ডা করে চারদিকে চোখ বোলাতে লাগলাম। কোথাও কেউ নেই। অন্য কোন উপায় না পেলে পুলিশকেই ডাকতে হবে। হঠাৎ খেয়াল করলাম গেটের ঠিক পাশ ঘেষে একটা কংক্রিট বাঁধানো পায়ে চলা পথ। দু’পাশেই কংক্রিটের দেয়াল। হিসাব কিতাব করে দেখলাম সাইড মিরর দু’টাকে ভাঁজ করলে হয়তো নিরাপদে পেরিয়ে যাওয়া যাবে। হাতে সময় নিতান্ড়ই কম। ন’টার আগে টরোন্টো পৌঁছাতেই

হবে। পুলিশ ডাকার অর্থ হচ্ছে আধা ঘন্টা যাবে। আমি চেষ্টা করারই সিদ্ধান্ড় নিলাম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে বেরিয়ে এলাম গেটের অন্যপাশে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। অপেক্ষা করার সময় নেই। গাড়ী ছোটালাম দুরন্ড় বেগে।

রাত দশটার দিকে যখন বাসায় পৌঁছলাম, রেখা বাঁকা একটুকরো হাসি দিয়ে মোক্ষম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। আমরা দু'জন দু'টি মাঝারি আকারের র"ই মাছ তার নাকের ডগায় ঝোলাতে লাগলাম। সে মুখ বাঁকালো, "আমার মামার তিন বছরের ছেলেটাও এর চেয়ে বড় বড় মাছ ধরে।"

সালেহ স্ত্রীর নজর বাঁচিয়ে চোখ টিপলো। রেখা জব্দ হয়েছে। জসিম ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে বাবাকে সমানে খোঁচা দিচ্ছে। মাছ কেনার রহস্য গোপন রাখানোর জন্য তার সাথে সালেহকে বিশেষ চুক্তি করতে হয়েছে। তার পছন্দসই একটা ভিডিও গেম তাকে কিনে দেয়া হবে। সে বাবাকে শর্তটা ভুলে যাবার যে সুযোগ দেবে না তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বন্ধু চলে যাবার তিন দিন পর অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো স্ত্রী সাহেবান। নাকের ডগায় নাড়াতে লাগলো চাইনিজ দোকানের রিসিটটা।

আমি মুখ ব্যাজার করলাম – "কি চাই? শপিংএ যাবে?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি। বন্ধুদের জন্য মানুষ কত স্বার্থ ত্যাগ করে, আর এতো সামান্যই!